কর্ম-উদ্যোগ
কৃষি উদ্যোক্তা

কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামান

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি-২০২৫

প্রান্ত প্রকাশন

উ ৎ স র্গ

সেইসব প্রগতিশীল ভাই, ভগ্নী, পুত্রবৎ ও কন্যাসমদের জন্য আমার লেখা **'কর্ম-উদ্যোগ কৃষি উদ্যোক্তা'** পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হলো; যারা তাদের জীবনকে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে চান। আমি আশাবাদী এই পুস্তকখানি সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের জীবনকে নতুন করে সাজাতে বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রাককথন ও দায়মুক্তি

মানুষ বাঁচে আশায়, মানুষ বাঁচে ভালোবাসায়। জীবনটা খুব ছোট, তাই মানুষকে এই স্বল্প সময়ের জীবনে অনেক কিছু করে যেতে হয়। একটা মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতে শৈশব কৈশোর পেরিয়ে পরিণত বয়সে উপনীত হয়। একটু একটু করে জীবনকে বুঝতে শিখে নেয়। সোনার চামচ মুখে নিয়ে, সাধারণভাবে, অনাদার, অবহেলা ও বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো নানান অবস্থার মাঝ দিয়ে একজন মানব সন্তান বেড়ে ওঠে। জীবন কখনো সরলপথে চলে না। পরিণত বয়সে পেশা হিসেবে কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ হয় ভবঘুরে, মুচি, মেথর, মুটে, মুজুর, কামার, কুমোর, জেলে হরেক রকমের মানুষ নিয়েই আমাদের এই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মহারাষ্ট্র। জন্মের পরে একজন মানব শিশু জানতে পারে না ভবিষ্যতে তারা কে কী হবে? এটা অনেকটা নিয়তির হাতেই বন্দি। মানুষ চেষ্টা করলে হয়তো খানিকটা তার ভাগ্যকে বদলে নিতে পারে, তবে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন নিজের চেষ্টা দ্বারা আনয়ন সম্ভব নয়। বাবা-মা তার সন্তানকে যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান না কেন, বাস্তবে কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ আবার একেকজন উদ্যোক্তা হয়ে অন্য অনেক মানুষকে চাকরি দেয়, কেউ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশ পাড়ি জমায়। কেউ অনেক বেশি পড়ালেখা জানে, কেউ খুবই কম পড়ালেখা জানে। এতকিছুর পরেও সবাই কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখে। এসব নানাবিধ বিষয়কে মাথায় রেখে **'কর্ম-উদ্যোগ কৃষি উদ্যোক্তা'** শিরোনামের এই বইখানি প্রণয়ন করা হয়েছে। বইটিতে তিনটি ভিন্ন বিষয়কে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন ঘরানোর সফল মানুষদের জীবনের সফলতার গল্পগাথা তুলে ধরা হয়েছে, যেটি সব ধরনের মানুষকে জীবনে সফল হতে সহায়তা ও অনুপ্রাণিত করবে।

দ্বিতীয়তঃ কম, মাঝামাঝি, বেশি শিক্ষা ও যোগ্যতা নিয়েও যেন একজন মানুষ চাকরি, ব্যবসা কিংবা উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে, সে বিষয়গুলো এই পুস্তকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কেউ যদি বিদেশ গমন করে নিজে সাফল্য পেতে চায়, তাদের ব্যাপারেও কিছু সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ কৃষি পেশাতে কোনো ব্যক্তি কীভাবে নিজেকে একজন লাভজনক ও সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তার একটা রূপরেখা এবং ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষও যেন কৃষি উদ্যোক্তা হতে পারেন, সেটার একটা বিশ্লেষণমূলক রূপায়ণ করা

হয়েছে। বইটির তৃতীয় পর্বে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে লাভজনক কৃষি উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয় ও ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে বিশেষ ও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে উন্নতি লাভ বা সফল উদ্যোক্তা হওয়ার অনেক চটকদার পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়; কিন্তু আমি এই পুস্তকে নিজের বয়স এবং চাকরিজনিত অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। ফলে আমি মনে করি কর্ম প্রত্যাশী সকল শ্রেণি-পেশার মানুষদের জন্য এই বইটি একখানি সুখপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই পুস্তকের শেষাংশে এসে **সাফল্যের তন্ত্রমন্ত্র** শিরোনামে একটা অধ্যায় ছাত্র-জনতা সহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনে সফলতা লাভের কিছু উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করি সেটা ভালো লাগবে।

এই পুস্তকে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সহ বেশকিছু বরেণ্য সফল এবং প্রাতঃস্মরণীয় উদ্যোক্তাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সাফল্যগাথা অনলাইন থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে, আবার কিছু সাধারণ মানুষের বক্তব্য ও সফলতা এখানে তুলে এনেছি তাদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার প্রেক্ষিতে। এসব ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক দর্শন বা তাদের ব্যাপারে কারোর কোনো বিরোধ বা পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি থাকতেই পারে। তবে আমি এখানে সেটিকে বিবেচনা না করে তাঁদের কৃতিত্বের কথাই শুধু তুলে ধরেছি। তবে ইতিবাচক বৈ কারোর কোনো নেতিবাচক দিক এখানে আলোচিত হয়নি। তাই এ ব্যাপারে আমার এই লেখা কারো মনঃকষ্টের কারণ হলে সবিনয়ে ক্ষমা চাইছি। সর্বোপরি অত্র পুস্তকে বর্ণিত যেকোনো তথ্যমালার ব্যাপারে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সেটা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই শুধরে দেবার আর্জি রাখছি।

এই পুস্তক লেখাতে প্রান্ত প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী মো: আমিনুর রহমান সহ আমার নিকটাত্মীয়, দূরাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বজন শুভার্থী যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও পরামর্শ প্রদান করেছন, তাঁদের সবার প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। নিকট ভবিষ্যতে যারা এই পুস্তকটি পড়ে খানিকটা হলেও উপকৃত হবেন, তাদেরকে আগাম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শুভ সময়ের অপেক্ষায়–
– কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামান
'অনন্য আলয়', উপশহর, যশোর।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

‘উদ্যোগ’ এবং ‘উদ্যোক্তা’ (১১-১২)
- ‘উদ্যোগ’ কী এবং কেন? ১১
- ‘উদ্যোক্তা’ কী এবং কেন? ১১

দেশের স্মরণীয়-বরণীয় উদ্যোক্তাদের সাফল্যগাথা ১৩

ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৪

আহমেদ আকবর সোবহান, বসুন্ধরা গ্রুপ ১৫

মরহুম শেখ আকিজ উদ্দিন, আকিজ গ্রুপ ১৬

প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী, স্কয়ার গ্রুপ ১৭

নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, নাসির গ্রুপ ১৮

স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ব্র্যাক ১৯

প্রয়াত আমজাদ খান চৌধুরী, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ২০

দেশের সাধারণ উদ্যোক্তাদের অসাধারণ কর্মদ্যোগ (২১-৩৩)
- টেন মিনিট স্কুলের অসাধারণ উদ্যোগ ২২
- অনলাইন শিক্ষা জগতকে লীড করতে যাচ্ছে লীড একাডেমি ২৩
- সাব কন্ট্রাক্টর মাসুদের সাফল্যের গল্প ২৪
- রডমিস্ত্রি থেকে ঠিকাদার হওয়ার পথে রায়হান ২৭
- ইলেকট্রিসিয়ান বেলাল কর্মসংস্থানের কারিগর ২৮
- ইন্টেরিয়র টেকনিশিয়ান নাজিমের উদ্যোগ ২৯
- কর্মচারী থেকে মালিক হলেন আব্বাস ৩০
- ‘পাখাল’ কিরণ এখন উদ্যোক্তা ৩২

দেশের কৃষি উদ্যোক্তাদের সফলতার সাতকাহন (৩৪-৬০)
- কৃষিবান্ধব একজন, আনিস উদ দৌলা, এসিআই লি. ৩৫
- কৃষি উদ্যোক্তা আব্দুল আউয়াল মিন্টু ৩৮
- কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবেও ইস্পাহানী ঐতিহ্য বজায় রেখেছে ৪০
- সফল বীজ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান সুপ্রীম সীড ৪২
- মানসম্পন্ন বীজ উদ্যোক্তা ‘সিদ্দিকীস সীডস্’ ৪৪
- মাশরুম চাষে প্রতিবন্ধী বাবুলের অভাবনীয় সাফল্য! ৪৬
- মানসম্পন্ন সবজি চারা উৎপাদনের আইকন মো. শরীফ-উল-আমীন ৫০
- ফুলকলি ফোটাতে ব্যস্ত কলি! ৫৬
- কৃষি উদ্যোক্তার সফলতা ও ব্যর্থতার রসায়ন ৫৯

একজন সফল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ৬১

একজন উদ্যোক্তার কাজের ক্ষেত্রসমূহ (৬৮-৭৪)
- তথ্যপ্রযুক্তি ও অনলাইন নির্ভর ক্ষেত্র ৬৮
- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর ক্ষেত্র ৭২
- বিবিধ ক্ষেত্রসমূহ ৭৩

একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার কৌশল ৭৫

উদ্যোক্তা নয়, চাকরিতে সফল হতে চান? (৮৫-৯৯)
- চাকরি পাবার জন্য আপনার প্রস্তুতি ৮৫
- সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি ৮৭
- বিসিএস পরীক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি ৯১
- মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করার কৌশল ৯৩
- বেসরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি ৯৫
- একটা সুন্দর সিভি বা কারিকুলাম ভিটা ৯৫
- একটা ভালো রিজিউম ৯৫
- জীবনবৃত্তান্তের বিষয়াবলি ৯৭
- চাকরি পাবার পরে চাকরিতে সফলতা লাভের টিপস্ ৯৮

বিদেশ যাবার জন্য করণীয় (১০০-১০৮)
- বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পড়তে গেলে করণীয় ১০০
- কাজের জন্য বিদেশ যাওয়ার পূর্বের প্রস্তুতি ও করণীয় ১০২

কৃষি উদ্যোক্তার যোগ্যতা ও দক্ষতা (১০৯-১১২)
- কৃষি উদ্যোক্তার সংজ্ঞা ১০৯
- কৃষি উদ্যোক্তার মৌলিক ভূমিকা ১০৯
- কৃষি উদ্যোক্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১১০
- কৃষি উদ্যোক্তার যোগ্যতা ১১০
- কৃষি উদ্যোক্তার জন্য মাইন্ড সেট জরুরি ১১১

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার! (১১৩-১৮৭)

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১: ইনব্রিড বীজ উৎপাদন ১১৫

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-২: নিরাপদ সবজি উৎপাদন ১২২

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৩: মানসম্পন্ন জৈবসার উৎপাদন ১২৬

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৪ : নবায়নযোগ্য জ্বালানি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টিং ১৩৭

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৫ : অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চারা উৎপাদন ১৪১

কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৬ : সর্বরোগহর সবজি মাশরুম চাষ **১৪৫**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৭ : মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ **১৫০**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৮ : ছাদ বাগানের প্যাকেজ কার্যক্রম **১৫৪**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-৯ : হাইড্রোপনিক সবজি চাষ **১৫৮**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১০ : মাটিবিহীন সবজি ও মাছ চাষ **১৬২**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১১ : ইনডোর প্ল্যান্টের উৎপাদন ও বিপণন **১৬৬**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১২ : আদর্শ খামারবাড়ির প্যাকেজ প্রবর্তন **১৬৯**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১৩ : কৃষি পর্যটন **১৭৯**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১৪ : অনলাইন কৃষি প্রশিক্ষণ **১৮৪**
কৃষি উদ্যোক্তার অবারিত দ্বার-১৫ : ব্লগিং ও ইউটিউবিং **১৮৬**

কৃষিকে লাভজনক করতে করণীয়! **(১৮৮-১৯৩)**
কৃষক পর্যায়ে করণীয় **১৮৮**
সরকারি পর্যায়ে করণীয় **১৯০**

কৃষি উন্নয়নে কৃষক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা **(১৯৪-১৯৭)**
প্রস্তাবিত কৃষক সংগঠন **১৯৪**
কৃষি সংগঠনের প্রস্তাবিত রূপরেখা **১৯৪**
একটা গঠনতন্ত্রের প্রতিলিপি **১৯৬**

সাফল্যের তন্ত্রমন্ত্র **(১৯৮-২০৫)**
সাফল্যের তত্ত্ব বা সূত্রসমূহ **২০০**
সফলতার রোডম্যাপের স্বরূপ **২০১**
আপনার সফলতা আপনার সদিচ্ছায় **২০৪**

সহায়ক পুস্তক ও অনলাইন লিঙ্ক **২০৬**

লেখকের অন্যান্য বই:

- চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও আগামীর কৃষি
- মনের আয়নায় মনকে দেখুন
- আত্মশুদ্ধি করুন ও আত্মবিশ্বাস বাড়ান
- আধুনিক কৃষিবার্তা ও কৃষিপ্রযুক্তি
- ছাদ বাগানের পূর্ণাঙ্গ গাইড
- কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণে সমন্বিত উদ্যোগ
- সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত আমাদের ফুল চাষ
- যন্ত্রবান্ধব সমলয় চাষ পদ্ধতি
- বীজ আইন বিধি ও প্রত্যয়নের আলোকে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপনন
- পরিবেশবান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা
- ফসলের লাগসই জাত ও প্রযুক্তি
- অভাবনীয় কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ
- মাশরুমের পূর্ণাঙ্গ গাইড
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুষম সার ব্যবস্থাপনা

‘উদ্যোগ’ এবং ‘উদ্যোক্তা’

‘উদ্যোগ’ কী এবং কেন?

‘উদ্যোক্তা’ সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে এবং বুঝতে হবে ‘উদ্যোগ’ কী? ‘উদ্যোগ’ থেকেই মূলত ‘উদ্যোক্তা’ শব্দটির উৎপত্তি। ‘উদ্যোগ’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে অধিক প্রণিধানযোগ্য শব্দ হচ্ছে ‘Enterprise’। ‘Enterprise’ কথাটি শুনলে যেমন উদ্যোগ শব্দটি মনে আসে। একইভাবে ‘Enterprise’ এর বাংলা হিসেবে কখনো কোনো প্রতিষ্ঠানকেও বোঝানো হয়ে থাকে। আমরা বিভিন্ন দোকানের সামনের নামফলকে ‘...এন্টারপ্রাইজ’ এমন শব্দ ব্যবহার করতে দেখি। বস্তুত যেকোনো একটা নতুন বা বিশেষ বিষয়ে কোনো কর্মকাণ্ড শুরু করলেই সেটাকে এন্টারপ্রাইজ বা উদ্যোগ বলা হয়। তবে এন্টারপ্রাইজ শব্দটি শ্রুতিমধুর হওয়ার কারণে কমবেশি সবাই তাদের প্রতিষ্ঠানের নামের আগে ‘...এন্টারপ্রাইজ’ লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কোনো প্রতিষ্ঠানের নামের আগে কখনো ‘...উদ্যোগ’ শব্দটি কেউ কখনো ব্যবহার করেন না। সাধারণত: যেকোনো উদ্যোগের মধ্যে একটা নতুনত্ব থাকে। যেকোনো পুরাতন ব্যবসার মধ্যে কিছু নতুনত্ব সংযুক্ত করলে সেটাও এক ধরনের ‘উদ্যোগ’ হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণ কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে সাধারণভাবে উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয় না। খোলা চোখে কোনো বিশেষ একটা কাজ কেউ শুরু করলে আমরা বলে থাকি অমুক একটা অমুক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

‘উদ্যোক্তা’ কী এবং কেন?

এক কথায় যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো বিশেষ ধরনের ‘উদ্যোগ’ গ্রহণ করে থাকেন মোটাদাগে তাদেরকেই আমরা ‘উদ্যোক্তা’ বলে থাকি। আর ‘উদ্যোক্তা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘Entrepreneur’ (অন্ট্রাপেনা)। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহুলভাবে পরিচিত শব্দ হলো ‘Entrepreneur’। ‘উদ্যোক্তা’ হলো ‘Entrepreneur’র একটা সাধারণ পরিভাষা। নতুন কোনো বিষয়ে যিনি প্রয়াস নিয়ে সামনে অগ্রসর হন, তাকেই সাধারণ ভাষায় ‘উদ্যোক্তা’ বলা হয়। তবে পুরানা কোনো কাজকে নব আঙ্গিকে শুরু করা হলে সেটাকেও ‘উদ্যোগ’ বলা যেতে পারে। তবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করার অর্থ হলো সেই বিষয়ে ‘উদ্যোগ’ গ্রহণ করা। যেমন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, স্কুলে বা কলেজ নতুন শিফট বা নতুন কোনো কোর্স চালু করা, এলাকায় ক্রিকেট বা ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা, গ্রামের বাজারে মোবাইল ব্যাংকিং এর একটা আউটলেট চালু করা, পাড়া বা মহল্লায় বিউটি পার্লার খোলা ইত্যাকার এসব কাজ যে বা যারা শুরু করেন তাদেরকে ‘উদ্যোক্তা’ বা ‘Entrepreneur’ (অন্ট্রাপেনা) বলা হয়। নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় উপকরণাদি মুনাফা অর্জন ও উন্নতি লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে যিনি বা যারা কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করেন

তিনিই বা তারাই সেই ব্যবসার মূল উদ্যোক্তা। তবে মূল ‘উদ্যোক্তা’ একজনই থাকেন। কার্যত ‘উদ্যোক্তা’ সাধারণ ব্যবসায়ী নন, পেশাদার ব্যবস্থাপকও নন; বরং তারচেয়েও বেশি কিছু। তাই, উদ্যোক্তারা সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করে ঝুঁকি নিয়ে অগ্রসর হতে পছন্দ করেন; অন্যের অধীনে চাকরি না করে নিজ উদ্যোগে অধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চান। উদ্যোক্তারা তাদের উদ্যোগী কাজ ছোট থেকে শুরু করেন বটে, কিন্তু তাঁদের চিন্তাচেতনার গণ্ডি ছোট পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প গড়ে তোলার মনোভঙ্গি মনমাঝে লালন করেন। উদ্যোক্তাদের চিন্তায়, মননে ও স্বপ্নে সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাড়া করে বেড়ায়। এমন উদ্যোক্তা শ্রেণির মানুষ যেকোনো দেশের উন্নতির জন্য অনেক বড় সম্পদ। তবে একজন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তিনি যে কাজটি করছেন, সেটা ঠিকমতো বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সেটা যাচাই করা। কেউ যদি নতুন ব্যবসা শুরু করেন নব আঙ্গিকে, কিন্তু চূড়ান্তে বিচারে সেখানে যদি পর্যাপ্ত ক্রেতা না থাকেন, তাহলে সেই উদ্যোক্তার নতুন উদ্যোগটি অকালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে আজকের দিনের তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তবেই যেকোনো কাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। অনলাইন ঘেঁটে তারা নতুন উদ্যোগের অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আগাম প্রেডিকশন করে ফেলতে পারেন। যিনি উদ্যোক্তা হন, তাকে অবশ্যই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই উদ্যোগ গ্রহণের কাজটি করতে হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন তরুণ প্রজন্মের শিক্ষিত মানুষগুলো বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছেন। তবে একজন ব্যক্তির কোনো একটা বিশেষ ধরনের ব্যবসাতে যখন অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে, তখন সেই বিশেষ ধরনের ব্যবসাকেও উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বিবদমান দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ, রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবদমান সমস্যা নিরসন করা এসব বিষয়গুলোকে এক ধরনের উদ্যোগ বলে বিবেচনা করা হলেও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণকারীদেরকে কখনোই ‘Entrepreneur’ (অন্ট্রাপেনা) বা ‘উদ্যোক্তা’ বলা যাবে না। এসব মানুষগুলো পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো কাজের জন্য প্রভাবক বা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেন। মূলত ব্যবসাভিত্তিক কোনোকিছু করাটাই হলো ‘উদ্যোক্তা’র প্রধান কাজ ও লক্ষ্য। তবে মনে রাখতে হবে উদ্যোগ কখনোই কোনো সাধারণ ব্যবসাকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এ ব্যাপারে আমরা পরের অধ্যায়গুলো থেকে আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

দেশের স্মরণীয়-বরণীয় উদ্যোক্তাদের সাফল্যগাথা

এই অধ্যায়ে আমরা দেশের প্রথিতযশা ও প্রতিষ্ঠিত বরেণ্য কয়েকজন মানুষের সাফল্যের সত্যকথন তুলে ধরেছি যেসব প্রাতঃস্মরণীয় এবং বরেণ্য উদ্যোক্তাদের সাফল্যের সীমানা শুধু দেশের আঙিনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বমহিমায় তাঁরা তাঁদের উদ্যোগী সফলতাকে দশ দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছে। আমার লেখার এই পর্বে দৈবচয়নের ভিত্তিতে দেশের স্মরণীয় ও বরণীয় কয়েকজন উদ্যোক্তাদের সাফল্যের সাতকাহনের এক চিলতে তুলে ধরেছি মাত্র। এঁদের কেউই কিন্তু রাতারাতি বা উত্তরাধিকার সূত্রে বড় মাপের একেকজন শিল্পোদ্যোক্তা হয়ে ওঠেননি। ধৈর্য, সহনশীলতা, দৃঢ় মনোবল এবং নানান রকমের ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উতরাইকে অতিক্রান্ত করেই তাঁরা আজ সফলতার শীর্ষে সমাসীন হয়েছেন। এসব উদ্যোক্তাদের সফলতার পেছনের সত্য কথনের গল্পগাথা শুনে আপনার মস্তিষ্কে একটা ঝড় উঠবেই। আপনার সেই মস্তিষ্কের ঝড় (Brain Storming) আপনাকে একজন উদ্যোক্তা হওয়াতে উদ্দীপ্ত করবে। আপনার অবস্থা, অবস্থান ও আর্থিক সংগতির ভিত্তিতে আপনার করণীয় সম্পর্কে আপনার মগজে ওঠা সেই ঝড়কে কাজে লাগিয়ে আপনার গন্তব্য আপনিই ঠিক করবেন। আপনি সরকারি বা বেসরকারি একটা চাকরি করে হয়তোবা জীবনে বেঁচে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, কিন্তু আপনার যদি মনে হয়, আপনি অন্যের অধীনে চাকরি না করে অন্যকে আপনার কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেকজন মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করবেন, তাহলে আপনি ঠিকঠাক আপনার উদ্যোগী মনোবাঞ্ছাকে কাজে লাগাতে পারবেন।

রাজনৈতিক বা কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে আমি এখানে কিছু সফল মানুষদের সাফল্য তুলে ধরেছি মাত্র। সুতরাং এটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার অনুরোধ রাখছি, নিতান্তই সত্যকথনের একটা গল্প হিসেবে। তাই আমার এই লেখাকে রাজনৈতিক বা অন্যকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখার সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। যেমন ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে সাবেক সরকারের কট্টর সমর্থকদের তীব্র আপত্তি আছে। কিন্তু তিনি তো একজন বড় উদ্যোক্তা। সেজন্য আমি তাঁর উদ্যোগের সাফল্যটুকু এখানে আলোচনা করতে চাইছি মাত্র, অন্য কিছু নয়। আশা করি বিষয়টি আমার প্রিয় পাঠককুল অনুধাবন করতে পারবেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মুহাম্মদ ইউনূস এমন একজন মানুষ, যাঁর নামটা বললে আর দ্বিতীয় কিছু বলা লাগে না। ১৯৪০ জন্ম নেওয়া এই মানুষটি একমাত্র বাংলাদেশি, যিনি ২০০৬ সালে বিশ্বের অত্যন্ত সম্মানজনক নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন করেন, তাঁর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত **'গ্রামীণ ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তাঁর চেয়ে বড় কোনো উদ্যোক্তা বাংলাদেশে আর হতে পারে কি? তিনি ২০০৬ সালে **'গ্রামীণ ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্রবিত্ত ধারণার প্রেরণার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কারের পরম্পরায় তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি জোবরা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় ড. ইউনূস আবিষ্কার করেন যে, খুব ছোট ঋণ দরিদ্র মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করতে পারে। গ্রামের মহিলারা যারা বাঁশের আসবাব তৈরি করতেন, তাদের বাঁশ কিনতে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হতো এবং তাদের লাভ ঋণদাতাদেরকে দিতে হতো। প্রথাগত ব্যাংকগুলো দরিদ্রদেরকে উচ্চ ঋণখেলাপির ঝুঁকির কারণে যুক্তিসংগত সুদে ছোট ঋণ দিতে চায়নি। কিন্তু ড. ইউনূস বিশ্বাস করতেন যে, সুযোগ পেলে দরিদ্র মানুষ উচ্চ সুদ পরিশোধ করতে হবে না, তাদের নিজেদের পরিশ্রমের লাভ রাখতে পারবে, সেজন্য ক্ষুদ্রঋণ একটি কার্যকর ব্যবসায়িক মডেল হতে পারে। তিনি তাঁর নিজের টাকা থেকে ২৭ মার্কিন ডলার ঋণ দেন গ্রামের ৪২ জন মহিলাকে, যারা প্রতি ঋণে ০.৫০ টাকা (০.০২ মার্কিন ডলার) লাভ করেন। এরপর অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৮৩ সালের ১ অক্টোবর, এই পাইলট প্রকল্পটি দরিদ্র বাংলাদেশিদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে এবং এর নামকরণ করা হয় **'গ্রামীণ ব্যাংক'** (ভিলেজ ব্যাংক)। সময়টা ১৯৭৬ থেকে ২০০৬ সাল, শুরুটা জোবরা গ্রাম থেকে আর শেষটা বিশ্বের সবচেয়ে সেরা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৭৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ড. ইউনূস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহ প্রায় সার্ধশত পুরস্কার অর্জন করেছেন। তাঁর নোবেল পুরস্কার নিয়ে সমালোচকদের বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু তিনিই বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে একমাত্র নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশি!

আহমেদ আকবর সোবহান
বসুন্ধরা গ্রুপ

বসুন্ধরা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আকবর সোবহান এর শুরুটা কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। ১৯৫২ সালে জন্ম নেওয়া একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান। বাংলাদেশে বিলিয়ন ডলারের আমদানি ক্লাবে থাকা শিল্প গ্রুপের একটি হচ্ছে বসুন্ধরা গ্রুপ। ১৯৭৮ সালে বসুন্ধরা গ্রুপ ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রা.) লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে তিনি যাত্রা শুরু করে। যেটা পরবর্তীকালে বসুন্ধরা হাউজিং নামে পরিচিতি পায়। ইস্পাত ও প্রকৌশল, কাগজ, টিস্যু, সিমেন্ট, এলপি গ্যাস, স্যানিটারি ন্যাপকিন, কাগজজাত পণ্য, ড্রেজিং, জাহাজ শিল্প, খাদ্য ও পানীয়, লোহার নল উৎপাদনসহ ৩৫টির বেশি নানা মাত্রার বৃহৎ শিল্প খাতে ব্যাপ্তি বিস্তার করেছে বসুন্ধরা গ্রুপ। তাঁর নেতৃত্বাধীন গ্রুপের নানা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি কর্মরত আছেন প্রায় ৫০ হাজার কর্মী। এছাড়াও নানাভাবে বসুন্ধরা গ্রুপে কাজ করছেন প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ। রাজস্ব খাতে বিরাট অবদানের মাধ্যমে দেশীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে বসুন্ধরা। দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজস্বদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বসুন্ধরা গ্রুপ। ১৯৯৮ সালে ১৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে তোলেন বসুন্ধরা শপিং মল।

বসুন্ধরা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো:

● ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রা.) লিমিটেড ● বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড● মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেড ● বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিমিটেড ● বসুন্ধরা মাল্টি পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ● বসুন্ধরা টিস্যু ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ● বসুন্ধরা স্টিল কমপ্লেক্স লিমিটেড ● বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড ● আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) ● বসুন্ধরা সিটি ● বসুন্ধরা টেকনোলজিস লিমিটেড ● বসুন্ধরা ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড ● বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড ● পেভার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট ● বসুন্ধরা কম অ্যান্ড নেটওয়ার্কস লিমিটেড ● বসুন্ধরা সামাজিক ফাউন্ডেশন ● বসুন্ধরা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বিটিআই) ● বসুন্ধরা আদ-দ্বীন হাসপাতাল ● বসুন্ধরা চক্ষু হাসপাতাল ● বসুন্ধরা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ● বসুন্ধরা লজিস্টিক্স লিমিটেড ● দৈনিক কালের কণ্ঠ ● বাংলাদেশ প্রতিদিন ● বাংলানিউজ ২৪.কম ● নিউজ টুয়েন্টি ফোর ● দৈনিক সান ● রেডিও ক্যাপিটাল ● টি স্পোর্টস ● বসুন্ধরা কিংস ইত্যাদি।

মরহুম শেখ আকিজউদ্দিন
আকিজ গ্রুপ

আকিজ গ্রুপের **প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজ উদ্দিন (১২৯-২০০৬)**। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প পরিবার আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজউদ্দিন। আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজউদ্দিন, তাঁর জীবদ্দশায় এই শতাব্দীর শুরুতে তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের চালচিত্র তুলে ধরেছিলেন। সেটা তাঁর বিবরণীতে যেভাবে উঠে এসেছিল, তা এখানে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যে, আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজউদ্দিন ২০০৬ সালের ১০ অক্টোবর মারা যান। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে তথ্য মহাসড়কে বিচরণ করলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য ও জীবন বদলে যাওয়ার সত্যকথনের সন্ধান পাওয়া যায়। শেখ আকিজ সম্পর্কে কেউ বলেন 'জিরো থেকে হিরো', কেউ জানান, 'ফেরিওয়ালা থেকে কোটিপতি'। এমন নানান তথ্য শেখ আকিজ উদ্দিন সম্পর্কে জানা যায়। সবশেষ তাঁর মৃত্যুর পরে ২০২৩ সালের ১৭ জুন তারিখে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক 'দৈনিক বণিক বার্তা' শেখ আকিজ উদ্দিন এর জীবন ও কর্ম নিয়ে 'শেখ আকিজ উদ্দিন : জীবন ও সময়' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেন। সেই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিউজ করতে যেয়ে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো ১৮ জুন (২০২৩) তারিখে তাদের প্রকাশিত একটা নিউজের শিরোনাম করে, 'বিদেশে বাড়ি-গাড়ি কেনেননি, শেখ আকিজ উদ্দিন ঋণখেলাপিও ছিলেন না'।

আকিজ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো:

● আকিজ ফার্মাসিটিউক্যালস লিমিটেড ● আকিজ প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং লিমিটেড ● আকিজ রিয়েল স্টেট লিমিটেড ● আকিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ● আকিজ টেক্সটাইল লিমিটেড ● আকিজ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্ম লিমিটেড ● আকিজ বেকার্স লিমিটেড ● আকিজ জর্দা ফ্যাক্টরি লিমিটেড ● আকিজ রাইস মিল ইন্ডাস্ট্রি ● আকিজ ফ্লোর মিল ইন্ডাস্ট্রি ● আকিজ সিরামিক লিমিটেড ● আকিজ প্লাস্টিকস্ ● আদ-দ্বীন ফাউন্ডেশন ● আকিজ অটোমোটিভ ইন্ডাষ্ট্রিজ ● আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড ● আকিজ সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ● আকিজ সিরামিক কোম্পানি লিমিটেড ● আকিজ কম্পিউটার লিমিটেড ● আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড ● আকিজ গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড ● আকিজ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস্ ● আকিজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ● আকিজ জুট মিলস লিমিটেড ● আকিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরি লিমিটেড ● আকিজ পার্টিক্যাল বোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ইত্যাদি।